بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

যুদ্ধাভিযানগুলিতে শ্রেষ্ঠ সামরিক কৌশলের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর দীপ্তিময় জীবনচরিত এবং ইরান-ইসরাইল সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে দোয়ার আহ্বান

সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২০ জুন, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআ'র সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মক্কার যুদ্ধাভিযানের প্রসঙ্গ চলছিল। এই অভিযানে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে এক সাহাবীর পক্ষ থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে মক্কার লোকদের কাছে এই অভিযানের তথ্য পৌঁছে দেওয়ার একটি প্রচেষ্টার কথা জানা যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা স্বয়ং এই বিষয়ে মহানবী (সা.)-কে অবগত করে দেন, ফলে তাঁর এই সামরিক পরিকল্পনার সংবাদ কাফিরদের কাছে পৌঁছাতে পারেনি। যখন মদীনা থেকে মক্কায় যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়, তখন এক বেদুইন সাহাবী - **হযরত হাতেব বিন আবী বালতা (রা.)** - কুরাইশদের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে এই তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কাভিমুখে রওয়ানা হওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। তিনি এক মহিলার হাতে চিঠিটি তুলে দেন যেন সে গোপনে এটি মক্কার লোকদের কাছে পৌঁছে দেয়। মহিলাটি চিঠিটি নিজের চুলের খোঁপায় লুকিয়ে ফেলে এবং সাধারণ রাস্তাগুলো এড়িয়ে মক্কার দিকে রওনা দেয়। মহানবী (সা.)-কে আল্লাহ্‌তা'লা এ বিষয়টি অবহিত করলে তিনি হযরত আলী (রা.)সহ আরো দু'জন সাহাবীকে নির্দেশ দিয়ে পাঠান তারা যেন সেই মহিলাকে অনুসরণ করে সেই চিঠিটি উদ্ধার করে। তারা যখন মহিলাটিকে সেই চিঠিটি ফেরত দেওয়ার কথা বলে প্রথমে সে অস্বীকৃতি জানায়। পরে কিছুটা কঠোর হলে অবশেষে সে তার মাথার চুলের খোঁপা থেকে সেই চিঠিটি বের করে দেয়।

হযরত আলী (রা.) ও তাঁর সঙ্গী মহানবী (সা.)-এর দরবারে সেই মহিলাকে নিয়ে আসেন। তখন হযরত হাতেব বিন আবী বালতা (রা.) বলেন, 'আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। বরং আমি চেয়েছিলাম,

মক্কাবাসীদের ওপর আমার একটা উপকার থাকুক, যাতে তারা আমার পরিবার-পরিজন ও সম্পদকে নিরাপদে রাখে।' মহানবী (সা.) বললেনঃ "সে সত্য বলেছে। অতএব, তার সম্পর্কে ভালো ছাড়া কিছু বলো না।" তারপর তিনি হযরত উমর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "সে কি বদর যুদ্ধের সাহাবী ছিল না?" এই কথা শুনে হযরত উমর (রা.)-এর চোখে অশ্রু এসে পড়ে এবং তিনি বললেন, "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সবচেয়ে ভালো জানেন।"

এর পর মহানবী (সা.) এই অভিযাত্রা শুরু করেন। তিনি মুহাজির, আনসার এবং আরবের অন্যান্য গোত্রের লোকদের সঙ্গে যাত্রা করেন, তখন রমযান মাসের ১০ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মুসনাদ আহমদ-এর বর্ণনানুযায়ী তিনি (সা.) ২য় রমযানে রওয়ানা হয়েছিলেন। সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনে হাজরও ২রা রমযানেই এই যাত্রা শুরুর মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

মদীনা থেকে বের হওয়ার সময় তাঁর (সা.) এর সঙ্গে মুহাজির, আনসার এবং আরবের অন্যান্য গোত্রের লোকসহ প্রায় ৭,৪০০ জন সাহাবী ছিলেন। পথে আরো মানুষ যুক্ত হতে থাকে। বিভিন্ন পুস্তকের ভাষ্য অনুযায়ী মক্কা পৌঁছতে পৌঁছতে এই সংখ্যা বারো হাজারে গিয়ে উপনীত হয়। কিন্তু অধিকাংশ কিতাবে দশ হাজার (১০০০০) বলা হয়েছে, এবং সেটাই অধিকতর সঠিক মনে হয়।

এই সফরে মহানবী (সা.)-এর সাথে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) ছিলেন। তবে, কোনো কোনো বর্ণনা মতে হযরত উম্মে মায়মুনা (রা.)-র উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার এই সফরে সাহেবযাদী হযরত ফাতেমা (রা.)ও মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। এই অভিযানটি রমযান মাসে সংঘটিত হয়েছিল। সফরের শুরুর কয়েকদিন নবী করীম (সা.) রোযা রেখেছিলেন, পরে রোযা ভেঙে ফেলেন এবং অন্যান্য সাহাবাদেরকেও রোযা রাখতে নিষেধ করেন।

এই সফরের সময় **পশুদের প্রতি দয়া প্রদর্শনের একটি অনন্য দৃষ্টান্ত**ও পাওয়া যায়-রাস্তার ধারে এক কুকুরকে দেখা যায় যার ছানারা দুধ পান করছিল। মহানবী (সা.) এক সাহাবীকে নির্দেশ দেন যেন তিনি ওই কুকুর ও তার বাচ্চাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন, যাতে সৈন্যদল থেকে কেউ তাদের বিরক্ত না করে।

মহানবী (সা.) গুপ্তচরদের আটক করার জন্য মুসলিম বাহিনীর একটি অশ্বারোহী দলকে অগ্রে প্রেরণ করেছিলেন। তারা বনু হাওয়াযিনের এক গুপ্তচরকে ধরে আনেন। সে মহানবী (সা.)-কে জানায়, হাওয়াযিনরা আপনাদের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কার্যনির্বাহক। তিনি **হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)**-কে নির্দেশ দেন, তিনি যেন সেই গুপ্তচরকে আটকে রাখেন যাতে সে লোকদেরকে মুসলমান সেনাদলের বিষয়ে কোনো আগাম সংবাদ দিতে না পারে।

এরপর মহানবী (সা.) মুসলমানদের গোত্রভিত্তিক ভাগ করে সেনাবিন্যাস করেন। প্রতিটি গোত্রের সৈন্যদের নেতৃত্বে তাদের নিজ নিজ গোত্র থেকেই একজন নেতাকে নিযুক্ত করেন। আনসারদের পারিবারিক ভিত্তিতে ১২টি দলে ভাগ করেন- ৬টি দল আওস গোত্রের ও ৬টি দল খাজরায গোত্রের। মুহাজিরদের জন্য তিনটি পতাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল, যেগুলো ছিল **হযরত আলি বিন আবু তালিব (রা.), হযরত যুবাইর বিন আওয়াম (রা.)** এবং **হযরত সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা.)**-এর হাতে।

এই যাত্রার সময় মহানবী (সা.)-এর চাচাতো ভাই এবং দুধভাই হযরত আবু সুফিয়ান বিন হারিস, তাঁর পুত্র জাফর, এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবি উমাইয়া বিন মুঘীরা-র ইসলাম গ্রহণ করার উল্লেখ পাওয়া যায়।

এরা ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর প্রতি অতীব শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব পোষণ করতেন। তাই তাঁরা

মহানবী (সা.)-এর সামনে আসতে ভয় পেতেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.), যিনি আব্দুল্লাহ্ বিন উমাইয়ার বোন ছিলেন, তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করলেন যে, "আপনার চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান এবং ফুফাতো ভাই আব্দুল্লাহ্ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।" এ কথা শুনে মহানবী (সা.) বললেনঃ "আমার তাদের কোনো প্রয়োজন নেই, আমি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই না। আমার চাচাতো ভাই তো আমার অপমান করেছে।" সে কবি ছিল এবং মহানবী (সা.) এর বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা লিখত। আর আব্দুল্লাহ্ও মক্কায় সর্বপ্রকার যুলুম অত্যাচার করেছে। এই কথা হযরত আবু সুফিয়ান বিন হারিস (রা.)-এর কানে পৌঁছালে, তিনি আবেগে অভিভূত হয়ে বললেন, "যদি মুহাম্মদ (সা.) আমাকে ক্ষমা না করেন ও সাক্ষাতের অনুমতি না দেন, তাহলে আমি আমার ছেলেকে নিয়ে মরুভূমির পথে চলে যাব, যতক্ষণ না আমরা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে মারা যাই।" মহানবী (সা.) যখন এই কথা শুনলেন, তখন তাঁর হৃদয় কোমল হয়ে ওঠে। তিনি উভয়কে ডেকে নেন এবং এবং তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

হযরত আবু সুফিয়ান বিন হারিস (রা.)-এর ওফাত ১৫ হিজরিতে হয় এবং হযরত উমর (রা.) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। **হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবি উমাইয়া বিন মুঘীরা** (রা.)-এর নাম ছিল **হুযায়ফা (রা.)**। তিনি ছিলেন মহানবী (সা.)-এর ফুফু আতিকা'র পুত্র এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর ভাই। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি হুনাইন-এর যুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন এবং তায়েফ-এর যুদ্ধে একটি তীরের আঘাতে শাহাদত বরণ করেন।

এই অভিযানের সময় **হযরত আব্বাস (রা.)**-এর ইসলামি বাহিনীতে শামিল হওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। যখন মহানবী (সা.) মদীনা থেকে মক্কার দিকে রওয়ানা হন, তখন হযরত আব্বাসও মদীনায় হিজরত করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি **জুহফা** নামক স্থানে এসে মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে মিলিত হন। এরপর তিনি তাঁর মালপত্র মদীনায় পাঠিয়ে দেন এবং নিজে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গে মক্কার দিকে চলতে থাকেন। হযরত আব্বাস (রা.) ছিলেন মহানবী (সা.)-এর চাচা এবং বয়সে তাঁর চেয়ে দুই বা তিন বছর বড় ছিলেন। তাঁর পুত্র ফযল বিন আব্বাস-এর কারণে তাঁর কুনিয়ত (ডাকনাম) ছিল আবুল ফযল। হযরত আবু তালেবের পর **'সিকায়া'** অর্থাৎ হাজীদের পানি পান করানো তার দায়িত্বে ছিল। তিনি (রা.) হুনাইনের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ৩২/৩৩ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মহানবী (সা.)-এর অসাধারণ সামরিক কৌশল এবং দোয়ার বরকতে এমন একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে যে, দশ হাজার সদস্যবিশিষ্ট বিশাল বাহিনী মদীনা থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরের পথ অতিক্রম করে মক্কার মাত্র ৫ মাইল দূরে গিয়ে শিবির স্থাপন করে, অথচ এত বড় সেনা-অভিযানের খবর এখনও পর্যন্ত মক্কাবাসীদের কাছে পৌঁছায়নি! মহানবী (সা.) এশার পর মক্কা থেকে ৫ মাইল দূরে **মাররুয যাহরানে** শিবির স্থাপন করে সাহাবীদের নির্দেশ দেন, তারা যেন দশ হাজার আগুনের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেন। মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে এর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আহযাবের যুদ্ধ ছাড়া আরবের ইতিহাসে এত বড়ো সৈন্যদলের উল্লেখ আর পাওয়া যায় না। আহযাবের যুদ্ধে প্রায় দশ-বারো হাজার লোক ছিল। সুতরাং আরব ইতিহাসে এত বড় বাহিনীর এটি ছিল দ্বিতীয় নযির। কিন্তু মদীনা থেকে এত বিশাল এক বাহিনী রওয়ানা দেয় এবং কাউকে তার খবর পর্যন্ত হয় না! আল্লাহ্তা'লা এক অলৌকিক উপায়ে দেখিয়ে দেন যে "আমি সেই 'নওবতখানা' (অর্থাৎ দ্বীনের মারকয) রক্ষা করি যা আমার, আর আমি ধ্বংস করি সেই নওবতখানা, যা তাদের (অর্থাৎ কাফিরদের)।" যখন মহানবী (সা.) রওয়ানা হলেন, তখন তিনি এ দোয়া করেছিলেনঃ **"হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমি তোমার সমীপে দোয়া করছি, তুমি মক্কাবাসীদের কানকে বধীর করে দাও**

এবং তাদের গুপ্তচরদের অন্ধ করে দাও, যেন তারা আমাদের দেখতে না পারে এবং তাদের কানে যেন আমাদের কোনো সংবাদ না পৌঁছে।"

মদীনায় শত শত মুনাফিক বাস করত, অথচ দশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী মদীনা থেকে রওয়ানা হয় এবং মক্কার মাত্র পাঁচ মাইল নিকটে পৌঁছেও যায় অথচ মক্কাবাসীরা কিছুই টের পায়নি। হ্যাঁ, মক্কার লোকেরা কিছুটা উদ্বিগ্ন ছিল যে মহানবী (সা.) তাদের উপর আক্রমণ করতে পারেন। কিন্তু তারা ভাবতেও পারেনি যে এত বড় বাহিনী ইতিমধ্যেই তাদের একেবারে নিকটবর্তী পৌঁছে গেছে। মক্কার লোকেরা বিপদের আশঙ্কায় রাত্রিকালীন পাহারা ও টহল দিত। এমন এক রাতে আবু সুফিয়ান, তাঁর দুই সঙ্গী- হাকীম বিন হিজাম ও আরেক নেতা সঙ্গে নিয়ে পাহারার কাজে বের হন। তারা দূর থেকে অসংখ্য অগ্নিশিখা দেখতে পেয়ে হিসাব কষতে লাগল। এই অগ্নিশিখাগুলো দেখে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা নিজেদের মধ্যে এসব নিয়ে আলোচনা করছিল তখনই মহানবী (সা.)-এর প্রেরিত গুপ্তচররা তাদের ধরে ফেলল এবং মহানবী (সা.)-এর দরবারে নিয়ে গেল।

হুযূর (আই.) বলেন, এই ঘটনার বিশদ বিবরণ আগামীতেও বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

খুতবার শেষদিকে হুযূর আনোয়ার (আই.) পুনরায় আমাদেরকে দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন, যেমনটি আমি সর্বদা বলে আসছি দোয়ার প্রতি মনোযোগী হোন। আল্লাহ্ তা'লা যেন বিশ্বকে নৈরাজ্য থেকে রক্ষা করেন। সর্বত্র যে অবস্থা বিরাজ করছে আল্লাহ্ তা'লা যেন সে অবস্থার উন্নতি ঘটান। পরিস্থিতি যেন অধিক ধ্বংসের দিকে না যায়, আমিন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

20 June 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....P.O.....

Distt.....Pin.....W.B

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat